করতে পারে। যদি আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ব্যবস্থায় সুযোগ-সুবিধাগুলি নারীরা উপলব্ধি করতে পারেন, কার্যকারী করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন তাহলেই সমাজ পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত হয়।

৬। নারী ক্ষমতায়নে শিক্ষার ভূমিকা আলোচনা করুন। (Discuss the role of education in women empowerment.) **[CU–2017, VU–2017]**

অথবা, নারী ক্ষমতায়নে বিদ্যালয়ের ভূমিকা আলোচনা করুন। (How can schooling empower women?) **[BU–2017]**

উত্তর : নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এবং সমান অধিকারের প্রসঙ্গে 1995 সালে বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-এর উল্লেখ করা হয় যার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'শিক্ষা'। যেহেতু প্রথাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় শিক্ষার গুরুত্বই প্রধান, তাই এখানে নারী ক্ষমতায়নে শিক্ষার ভূমিকার সঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষাকেও যোগ করা যায়। যাইহোক 'বিদ্যালয়' বা 'শিক্ষা' বিষয়টি কীভাবে নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে সেটিই এখানে আলোচনার বিষয়। শিক্ষা নারীর ক্ষমতায়নের পথে বাধাগুলিকে অপসারিত করে, ক্ষমতায়নের পথকে প্রশস্ত করে নিম্নলিখিতভাবে—

(i) **আত্মমর্যাদা, আত্মবিশ্বাস অর্জন :** নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষার বা বিদ্যালয়ের ভূমিকা কতখানি তা আমাদের প্রায় সকলেরই জানা। নারীর মর্যাদা, সম্মান, সমস্ত কিছু শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল। একজন শিক্ষিত নারী সমাজজীবনে, পারিবারিক জীবনে যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে অবস্থান করতে পারেন। শিক্ষার মাধ্যমে নারী বস্তুতপক্ষে তার আত্মমর্যাদা, আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

(ii) **নারীর সামাজিক অধিকার অর্জনে সহায়ক :** পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত জ্ঞান, আদর্শ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে এবং সেই সংক্রান্ত আচরণধারাকে যদি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে হয় তাহলে দরকার নারীর সামাজিক অধিকার অর্জন। একজন শিক্ষিত নারী পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের সর্বক্ষেত্রে সেই অধিকার লাভ করতে সমর্থ হয় সহজেই। নারীর জ্ঞান ও তথ্য অর্জনের চলিত প্রচেষ্টাগুলিকে যদি আরও শক্তিশালী করে তার ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করতে হয় তাহলে বিদ্যালয় শিক্ষাপ্রাপ্তি হল নারীর নিকট প্রথম প্রত্যাশিত বিষয়।

Scanned by CamScanner

(iii) **নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও অধিকার অর্জন :** অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা, অধিকারহীনতা ও দারিদ্র্যতা নারীজীবনে অভিশাপস্বরূপ। নারীর ক্ষমতায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাধাই হল অর্থনৈতিক দুরবস্থা। এই অর্থনৈতিক দুরবস্থার দূরীকরণ করে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন শিক্ষার সুযোগ। একজন নারী যদি শিক্ষার মাধ্যমে নিজের যোগ্যতাকে বৃদ্ধি করে তুলতে পারেন, কর্মদক্ষতার প্রশিক্ষণ নিতে পারেন তাহলে রুজি-রোজগারের পথটি হয় প্রশস্ত। অর্থনৈতিক উপার্জনের প্রেক্ষিতে নারীর যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটে তা একজন নারীর জীবনকে করে সুরক্ষিত। সুতরাং শিক্ষা বা বিদ্যালয় শিক্ষা নারীর অর্থনৈতিক বাধাকে দূর করে তার ক্ষমতায়নের পথকে করে প্রশস্ত।

(iv) **বিবাহ ও পরিবার গঠন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার অর্জন :** একজন শিক্ষিত নারী বিবাহ প্রসঙ্গে সময় ও সঙ্গী নির্বাচন এবং বিবাহ সম্পর্কিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণের অধিকার লাভ করেন শিক্ষার মাধ্যমে। একজন শিক্ষিত নারী স্বাভাবিক কারণে সচেতনতা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন হওয়ায় বাল্যবিবাহ; পণপ্রথা প্রভৃতি কু-প্রথাগুলিকে পরিহার করতে সমর্থ হন, সেগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন। এমনকি নতুন পারিবারিক (বৈবাহিক ঘটনার পর) জীবনে তার প্রবেশের ব্যাপারে বা একাকী জীবন কাটাবার মতো বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মতো অধিকার তিনি লাভ করেন। সুতরাং একথা বলা যায় যে, নারীর শিক্ষা নারীকে বিবাহ ও পারিবারিক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দান করে।

(v) **মাতৃত্বকালীন মৃত্যুহার ও শিশুমৃত্যুহার হ্রাসকরণ :** ভারতের মতো দেশে অনেক সমস্যার মধ্যে অন্যতম হল মাতৃত্বকালীন মৃত্যুহার ও শিশু মৃত্যুহারের অধিক প্রবণতা। এর মূলে থাকে বাল্যবিবাহ, মাতৃত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা, আর্থিক নিরাপত্তার অভাব, সর্বোপরি শিক্ষার অভাব। মাতৃত্বকালীন মৃত্যুহার ও শিশুমৃত্যুহারের মতো জাতীয় সমস্যাটিকে যদি মোকাবিলা করতে হয় তাহলে সর্বাগ্রে যেটি প্রয়োজন তা হল নারীকে সুশিক্ষিত করে তোলা। শিক্ষিত নারী যেহেতু শিক্ষার দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত তাই শিশুর জন্মসংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় পূর্ব প্রশিক্ষণ দ্বারা শিশুর প্রতি যথাযথ যত্ন নিতে পারেন এমনকি 'মা' হওয়ার সময়কালে গর্ভস্থ শিশুর প্রতি যত্ন নেওয়ার জন্য নিজেকে সুস্থ রাখার মানসিকতা গ্রহণ করেন, চিকিৎসকের পরামর্শ মানেন এবং যথাযথভাবে নিয়ম অনুসরণ করেন। আসল কথা হল শিক্ষিত মায়েরা তাদের শিশু সন্তানের জন্মদান, নিজেদের জীবনকে সুরক্ষিত করার ব্যাপারে যে প্রাথমিক ভিত্তিটুকু দরকার তা লাভ করেন শিক্ষার মাধ্যমেই।

Scanned by CamScanner

(vi) **শিশুর স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সার্বিক বিকাশে নারীর সচেতনতা ও অধিকার :** পরিবারে মায়ের শিক্ষা তার শিশু সন্তানকে বড়ো করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশুর প্রথাহীন শিক্ষা, তার সামাজিকীকরণ, আচার-আচরণ ও মূল্যবোধ তৈরির ক্ষেত্রে 'মা'ই হলেন প্রথম শিক্ষক। শিক্ষিত মায়েরা তাদের শিশুসন্তানের প্রথাগত শিক্ষার হাতেখড়িটুকুও সারতে পারেন সযত্নেই। দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণ করে শিশুসন্তানের ভবিষ্যৎ শিক্ষার পথকে করে তোলেন প্রশস্ত। নিরক্ষর মায়ের দ্বারা শিশুর শিক্ষার জন্য এইভাবে সযত্ন ব্যবস্থা গ্রহণ কখনোই সম্ভব নয়। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর পুষ্টি, স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ (টিকাকরণ প্রভৃতি)-এর ব্যাপারে যথাযথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

৭। নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা বর্ণনা করুন। (Discuss the steps taken by India Government for women

Scanned by CamScanner